তৃতীয় অধ্যায়

"তাকভিয়াতুল ঈমানের প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনুবাদ ঃ

তাকভিয়াতুল ঈমান ৪র্থ পৃষ্ঠা প্রথম অধ্যায় তৌহিদ ও শিরক-এর বর্ণনা ঃ

ইসমাইল দেহলভী বলেন, "জেনে রাখা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ লোকই পীরগণকে, পয়গাম্বরগণকে, ধর্মের ইমামগণকে, শহীদগণকে, ফিরিস্তাগণকে, জ্বীন পরীগণকে বিপদের সময় ডেকে থাকে। তাঁদের নিকট মকসুদ পূরণের দোয়া করে থাকে। তাঁদের নামে মান্নত করে থাকে। মকসুদ পূরণের উদ্দেশ্যে তাঁদের নামে নজর-নেয়াজ দিয়ে থাকে। বিপদ দূর করার উদ্দেশ্যে আপন ছেলেদের নাম তাঁদের সাথে সম্পর্কীত করে। যেমন কেউ ছেলের নাম রাখে আবদুন নবী অথবা আলী বখ্শ অথবা গোলাম মহিউদ্দীন অথবা গোলাম মঈনুদ্দীন। ছেলেদের বেঁচে থাকার জন্য মহৎ ব্যক্তিগণের নামে ছেলেদের মাথায় টিকি রাখে। কারোও নামের বস্ত্র পরিধান করায়। কেউ কেউ কোন কোন মহৎ ব্যক্তির নামে পশু ছেড়ে দেয়। বিপদের সময় কারোও নামের দোহাই দেয়া হয়। কারও কারও নামে কসম করা হয়। মূল কথা ঃ হিন্দুরা দেব-দেবীর নামে যা করে, এই তথাকথিত নামধারী মুসলমানেরাও নবী, অলী, ইমাম, শহীদ, ফিরিস্তা ও জ্বীন-পরীদের নামে অনুরূপ কাজই করে থাকে। এরা আবার মুসলমান বলেও দাবী করে। কিন্তু আশ্চর্য! এই মুখে এই দাবী? আল্লাহ সাহেব যথার্থই বলেছেনঃ "অধিকাংশ লোকই নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা মুশরিক"। (নাউজু বিল্লাহ)

তাক্ভিয়াতুল ঈমান ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার বর্ণনার অনুবাদ ঃ

"অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বা বরাবর মনে করাই কেবল শিরক নয়। বরং শিরক-এর অর্থ হচ্ছেঃ আল্লাহ তায়ালা নিজের জন্য যা খাস করেছেন এবং বান্দার জন্য বন্দেগীর প্রতীক বা চিহ্ন হিসাবে যা ঠিক করেছেন, সেসব কাজ অন্যের জন্য করাও শিরক। যেমনঃ অন্য কাউকে সিজ্দা করা, কারোও নামে জানোয়ার পালন করা, মান্নত করা, বিপদে অন্যের কাছে সাহায্য চাওয়া, সর্বত্র অন্যকে হাজির-নাজির মনে করা, অন্য কারো ক্ষেত্রে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি প্রমাণ করা ইত্যাদি --। উল্লেখিত এসব বিশ্বাস বা কাজ সবই শিরক। এক্ষেত্রে আম্বিয়া, আউলিয়া, জ্বীন-শয়তান, ভূত-প্রেত-এর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। অর্থাৎ যার ব্যাপারেই উক্ত আকিদা পোষণ করবে, মুশরিক হয়ে যাবে। চাই নবীর বেলায় হোক আর পীর অলীদের ব্যাপারেই হোক"। (নাউজু বিল্লাহ)

তাকভিয়াতুল ঈমানের ৭ম পৃষ্ঠার বর্ণনাঃ

"যে কোন লোক কারোও নাম উঠ্তে বসতে উচ্চারণ করে এবং দূর বা নিকট থেকে তাঁকে ডাকে। বালা মুসিবতের বিরুদ্ধে তাঁর দোহাই দেয় কিংবা তাঁর নাম নিয়ে শত্রুর উপর হামলা চালায়। কিংবা তাঁর নামে খতম পড়ে অথবা তাঁর নাম জপ্তে থাকে। কিংবা তাঁর আকৃতি বা চেহারার খেয়াল করে। উপরোক্ত সব কারণেই ঐ ব্যক্তি

www.sunnibarta.com

মুশরিক হয়ে যাবে। এসব কথা বা আকিদার সবগুলোই শিরক। এসব আকিদার কারণে সে অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে।" (নাউজু বিল্লাহ)

উল্লেখিত পৃষ্ঠায় আরও বর্ণিত আছেঃ

"সৃষ্টিজগতে শক্তি প্রয়োগ করা, কারও বিরুদ্ধে জয়লাভ করা কিংবা পরাজয় বরণ করা, কারও মক্‌সুদ পূরণ করা, বালা মুসিবত দূর করা, বিপদে সাহায্য করা– এসব কিছু আল্লাহরই কাজ। কোন নবী, অলী, পীর, শহীদ বা ভূত-পেত্নীর এ ক্ষমতা নেই। কারও জন্য এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের শক্তি প্রমাণ করে তাঁর কাছে মনোবাঞ্ছা পূরণের সাহায্য প্রার্থনা করা এবং এই আশায় তাঁর নামে নজর নেয়াজ দেয়া বা তাঁর নামে মান্নত করা ও বিপদের সময় তাঁর সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি কারণে ঐ ব্যক্তি মুশরিক হয়ে যাবে। এমন কি যদি সে মনে করে যে, এ ক্ষমতা তাঁর নিজস্ব অথবা যদি মনে করে যে, আল্লাহ তাঁকে এ ক্ষমতা দান করেছেন– সর্বাবস্থায়ই শির্‌ক হবে।" (নাউজু বিল্লাহ)

তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের ৮ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"কেউ যদি কোন নবী, অলী, পীর, ভূত-পরী অথবা সত্য-মিথ্যা কবর, আসন, চিল্লা, স্থান, তাবারুক, নিদর্শন অথবা বাক্সকে সিজ্‌দা করে কিংবা রুকু করে, অথবা ঐগুলোর নামে রোজা রাখে, অথবা তাঁদের বা ঐগুলোর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়ায় অথবা জানোয়ার জবেহ্‌ করে, অথবা দূর থেকে মনস্থ করে ঐ সব স্থানে গমন করে, অথবা ঐ সব স্থানে আলোক সজ্জা করে, গিলাফ চড়ায়, চাদর দিয়ে ঢাকে, কিংবা বিদায়কালে উল্টো পায়ে চলে, তাঁদের কবরকে চুম্বন করে, ঐ স্থানে মশাল জ্বালায়, তাঁদের কবরের উপর শামিয়ানা লটকায়, চৌকাঠকে চুম্বন করে, হাত বেঁধে প্রার্থনা করে, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য তাঁদের কাছে প্রার্থনা করে, অথবা ঐ স্থানে প্রতিবেশী সেজে বসে থাকে, ঐ স্থানের জলা-জঙ্গলের সম্মান করে এবং এরূপ অন্যান্য কাজ-কর্ম করে– তাহলে তাঁর বেলায় শিরক প্রমাণিত হবে। কেননা এসব কাজ আল্লাহ্‌ তায়ালা আপন বন্দেগী ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে করার জন্যই বান্দাকে নির্দেশ করেছেন।" (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ৯ম পৃষ্ঠার বর্ণনাঃ

"কোন ব্যক্তি যদি আম্বিয়া, আউলিয়া, ইমাম, শহীদ, জ্বীন-পরীর ঐ প্রকার সম্মান ও তাজীম প্রদর্শন করে। যেমনঃ সঙ্কটপূর্ণ কাজে তাঁদের নামে মান্নত করে। বিপদে পড়ে তাঁদেরকে ডাকে। সন্তান হলে তাঁদের নামে নজর-নেয়াজ দেয়া হয়। আপন সন্তানের নাম আবদুন নবী, ইমাম বখ্‌শ, পীর বখ্‌শ রাখে। তাঁদের নামে জানোয়ার মান্নত করে। তাঁদেরকে ভক্তি করে। অথবা একথা বলে-যদি আল্লাহ ও রাসুল ইচ্ছ করেন, তাহলে এ কাজটি হয়ে যাবে। আর শপথ করার প্রয়োজন হলে পয়গাম্বরের, অলীর, কোন ইমামের, কোন পীরের অথবা তাঁদের কবরের শপথ করে, তবে উপরোক্ত সব ক্ষেত্রেই শিরক হবে। কেননা এ প্রকারের কাজ আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজের তাজীমের জন্যই নির্দ্দিষ্ট করেছেন।" (নাউজু বিল্লাহ)

www.sunnibarta.com

তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের ২৮ পৃষ্ঠার বর্ণনাঃ

"ইবাদতের মধ্যে শিরক্-এর বর্ণনাঃ কোন কবর, চিল্লার স্থান বা আসনের উদ্দেশ্যে সফরের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে ধূলায় ধূসরিত হয়ে তথায় পৌছা এবং সেখানে গিয়ে পশু নেয়াজ দেয়া ও মান্নত পূর্ণ করা, কিংবা কোন কবর বা স্থানের চতুস্পার্শে চককর দেয়া ও তাওয়াফ করা, আশে পাশের বন-জঙ্গলের তাজীম করা, তথায় শিকার না করা, গাছ কর্তন না করা, ঘাস না ছিড়া এবং অনুরূপ কার্য-কলাপ না করা, এসব কাজের মাধ্যমে দ্বীন-দুনিয়ার উপকারের আশা পোষণ করা- ইত্যাদি শিরক"। (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ২৯ পৃষ্ঠায় আরও উল্লেখ আছেঃ

কোরআনের পবিত্র আয়াত-"ওয়ামা উহিল্লা বিহী লিগাইরিল্লাহ" অর্থাৎ "যে সব পশু গাইরুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে জবাই করা হয় তা হারাম"-এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে কোন সৃষ্টির নামে পশু নির্ধারণ করা যাবেনা। ঐ পশু খাওয়া হারাম ও নাপাক। উক্ত আয়াতে একথার উল্লেখ নেই যে, জবাই করার সময় কারও নাম নিলে হারাম হবে। বরং একথার উল্লেখ আছে যে, কোন সৃষ্টির নামে কোন পশু এভাবে প্রচারিত হয়েছে যে, ঐ গরুটি সাইয়েদ আহমদ কবির (রহঃ) এর, অথবা এ ছাগলটি শাইখ সাদ্দাদ (রহঃ)-এর নামে। তাহলেই উক্ত পশুটি হারাম হয়ে যাবে। (আরব দেশের দুই বিখ্যাত অলীর নাম- অনুবাদক)। আর কোন পশু হোক কিংবা মুরগী হোক কিংবা উট হোক, কোন সৃষ্টির নামে দিলে, চাই তিনি অলী হোন কিংবা নবী, বাপ হোক বা দাদা হোক, ভূত হোক বা পরী হোক, সবই হারাম ও নাপাক হবে। যিনি একাজ করবেন-তিনিই মুশ্‌রিক হিসাবে গণ্য হবেন।" (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যার সাধ হয় ধ্বংস হওয়ার .... " উক্ত হাদীসের মর্মে বুঝা যায় যে, শুধু সম্মানের উদ্দেশ্যে কারও সম্মুখে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে থাকা ঐসব কাজের পর্যায়ভুক্ত- যেগুলোকে আল্লাহ নিজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য তা করা যাবে না।" (নাউজু বিল্লাহ)

উল্লেখিত কিতাবের ৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছেঃ

"লাআনাল্লাহু" শীর্ষক হাদীসের মর্মে বুঝা যায় যে, কারও নামে পশু পালন করাও ঐসব কাজের অন্তর্ভুক্ত- যেগুলোকে আল্লাহ্ খাস করে নিজের তাজীমের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। তাঁর নামেই একাজ করা উচিত। অন্য কারও জন্য করা শিরক"। (নাউজু বিল্লাহ)

উক্ত কিতাবের ৩৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"আল্ আক্‌ওয়ামু" শীর্ষক হাদীসের মর্মে বুঝা যায় যে, আল্লাহর ঘর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা স্থানের তাওয়াফ করা বা চতুর্দিকে চক্কর দেয়া শিরক।" (নাউজু বিল্লাহ)

www.sunnibarta.com

উক্ত কিতাবের ৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"লাতাকুলু মা-শাআল্লাহু" শীর্ষক হাদীস মর্মে বুঝা যায় যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই সব কিছু হয়। ইহা একমাত্র আল্লাহরই শান। এর মধ্যে অন্য কারও দখল নেই। সুতরাং আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টির নাম যোগ করা যাবে না, তিনি যত বড়ই হোন না কেন এবং যত বড় সান্নিধ্য প্রাপ্তই হোন না কেন। উদাহরণ স্বরূপঃ একথা বলা যাবেনা যে, "আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসুল চাইলে অমুক কাজটি হয়ে যাবে"। কেননা, সমস্ত কাজ কারবার আল্লাহর ইচ্ছায়ই সমাধা হয়। রাসুলের ইচ্ছায় কিছুই হয় না। অথবা কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে যে, অমুকের অন্তরে কি আছে? এর উত্তরে একথা বলা জায়েজ হবেনা যে, "আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই জানেন"। কেননা গায়েবের কথা একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন। রাসুল গায়েবের কথা কিভাবে বল্‌বেন?" (নাউজু বিল্লাহ)

তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের ১৭ পৃষ্ঠায় আছেঃ

শির্‌ক ফিল ইল্‌ম অধ্যায়ঃ

"ওয়ামান আদাল্লু মিম্‌মান" শীর্ষক আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, এই যে লোকেরা দূর হতে পূর্ববর্তী বুজুর্গগণকে ডাক দেয় এবং একথা বলে যে, হে হযরত! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন-যেন তিনি আপন কুদরতে আমাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দেন। এই ধরনের চাওয়ার দ্বারা যদিও সরাসরি শির্‌ক প্রমাণিত হয়না, তবুও ডাকার ধরনে প্রমাণিত হয় যে, ঐ বুজর্গ ব্যক্তি দূর বা নিকট থেকে তার ডাক শুন্‌ছেন। এ বিশ্বাস নিয়েই লোকেরা ঐ বুজর্গ ব্যক্তিকে ডেকে থাকেন।" (নাউজু বিল্লাহ)

www.sunnibarta.com

উক্ত কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছেঃ

"ফালা তাদ্‌উ মাআল্লাহি আহাদা" শীর্ষক আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আদবের সাথে অন্য কোন বুজর্গ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, তাঁকে ডাকা কিংবা তাঁর নাম জপন করা ঐসব কাজের পর্যায়ভুক্ত- যেগুলোকে আল্লাহ সাহেব নিজের তাজীমের জন্য নির্দ্দিষ্ট করেছেন। অন্য কারও সাথে এধরনের আচরণ করা শিরক"। (নাউজু বিল্লাহ)

আশরাফ আলী থানবী সাহেব ইসমাইল দেহ্‌লভীর তাক্‌ভিয়াতুল ঈমানের উপরোক্ত এবারতগুলোকেই সংক্ষিপ্ত করে ভিন্ন ভাষায় বেহেস্তী জেওরে লিখেছেন এবং এগুলোকে শিরক ও কুফর বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো শিরক বা কুফর নয়। কেননা যত বড় জাহেল ও মূর্খ লোকই হোক্‌না কেন, কোন মুসলমানই নবী ও অলীগণকে মাবুদ বা সয়ংসম্পূর্ণ সত্তা কিংবা অবিনশ্বর বলে মনে করে ঐসব কাজ করেনা- যেগুলোকে আশরাফ আলী থানবী শিরক ও কুফর বলেছেন। কোন মুসলমানের ঈমানই এ কথার স্বীকৃতি দেয় না। আর দেয় না বলেই এগুলোকে শিরক ও কুফর বলা মূর্খতা, ঔদ্যত্ব ও নিশ্চিত হারামেরই পরিচায়ক এবং মুসলমানদের উপর বদগুমানী মাত্র। তিনি (আশরাফ আলী সাহেব) কি করে বুঝলেন যে, মুসলমানগণ অন্যকে খোদা মনে করে, কিংবা স্বর্য়সম্পূর্ণ সত্ত্বা ও অবিনশ্বর বলে মনে করে, বাসনা পূরণকারী ও হাকীকী ক্ষমতা

www.sunnibarta.com

প্রয়োগকারী বলে বিশ্বাস করে এবং এসব কাজ করে? তিনি কি মানুষের কলব ফাঁক করে দেখেছেন? তাঁর কাছে কি কোন ইলহাম বা ওহী এসেছে? অথবা তিনি কি ইল্‌মে গায়েবের মাধ্যমে জেনেছেন? অন্যের জন্য ইল্‌মে গায়েব মানা তো তাঁর মতেই শিরক।

আল্লাহ তায়ালা তো পরিষ্কারভাবেই কোরআনে ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

অর্থ ঃ "যে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত নও, সে ব্যাপারের পিছনে লেগে যেয়োনা"।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اَفَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهٖ حَتّٰى تَعْلَمَ اَقَالَهَا اَمْ لَا

অর্থ ঃ "তুমি তার অন্তর ছেদ করে কেন দেখনি যে, সে সত্যিই একথা বলেছে অথবা বলেনি? মনের কথা তুমি কি করে জান্‌লে?"

আশরাফ আলী থানবী সাহেব মুসলমানের মনের খবর সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই শুধু অনুমানের ভিত্তিতে তাঁদেরকে কাফের ও মুশরিক বলে আখ্যায়িত করে আল্লাহর কালাম ও রাসুলের হাদীসকে সঙ্কটে ফেলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ط اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ *

www.sunnibarta.com

অর্থ ঃ "হে মুমেনগণ! অনুমানভিত্তিক কথা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা কোন কোন অনুমানভিত্তিক কথা মস্তবড় গুনাহ্।"

আল্লাহর এ সম্বোধন তো ঈমানদারেরাই শুনবে এবং নির্দেশ মান্য করবে। এর সাথে বেইমানদের কিসের সম্পর্ক?

নবী করিম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ + رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ –

অর্থ ঃ অনুমান করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা অনুমান করে কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা"। (বুখারী ও মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থ ঃহযরত আবু হোরায়রা সূত্রে)

www.sunnibarta.com

আরেফ বিল্লাহ হযরত আহমদ জারুক (রহঃ) সত্যিই বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَنْشَأُ الظَّنُّ الْخَبِيْثُ عَنِ الْقَلْبِ الْخَبِيْثِ + نَقَلَهُ سَيِّدِىْ عَبْدُ الْغَنِىْ نَابْلُسِىُّ فِىْ شَرْحِ الطَّرِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ *

অর্থঃ "বদ্‌গুমানী খবিশ অন্তর থেকেই সৃষ্টি হয়" (শরহে তরিকায়ে মোহাম্মাদীয়া কৃত আল্লামা আবদুল গনি নাব্‌লুসী ফিলিস্তিনী)।

ফতোয়ায়ে রেজভিয়া কিতাবুল খতর ওয়াল ইবাহাত অধ্যায়ে বর্ণিত আছেঃ

آدمی حقیقةً کسی بات سے مشرك نہیی ہوتا جب تك كه غیر خدا كو معبود یا مستقل بالذات و واجب الوجود نه جانے - بعض نصوص میں بعض افعال پر اطلاق شرك تغلیظا یاتشبیها یا بارادهٔ مقارنت باعتقاد مُنَافِی تَوْحِیْدْ وَاَمْثَالِ ذٰلِكَ مِنَ التَّاوِیْلَاتِ الْمُعْتَرَفَةِ بَیْنَ الْعُلَمَاءِ وَارِدْ ہوا ہے جیسے کفرنہیں - مگر ضروریات دین اگرچه ایسی ہی تاویلات سے بعض اعمال پر اطلاق کفر آیا ہے یہاں ہر گز عَلَى الْاِطْلَاقْ شِرْكْ وَكُفْرْ مُصْطَلَحَهٗ عَقَائِدْ كه آدمی كو اسلام سے خارج كریں اور بے توبه قطعا مغفور نه ہوں زنہار مراد نہی كه عقیدهٔ اجماعیه اہل سنت كے خلاف ہے ہر شرك كفر ہے مُزِیْلِ اسلام- اور اہل سنت كا اجماع ہے كه مؤمن كسی كبیره كے سبب اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے - ایسی جگه نصوص كو عَلَى الْاِطْلَاقْ كفر وشرك مُصْطَلَحَهٗ پر حمل كرنا

www.sunnibarta.com

اشقیاء خوارج کامذهب مطرود ہے اور شرك اصغر ٹھراکر پھر قطعا مثل شرك حقیقی غیر مغفور ماننا وهابیه نجدیه کا خبط مردود - وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى كُلِّ عُنُوْدٍ *

অর্থঃ "মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা ছাড়া অন্য কাউকে মাবুদ অথবা স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্ত্বা ও অবিনশ্বর মনে না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে প্রকৃতপক্ষে কোন কথার দ্বারা মুশরিক সাব্যস্থ হবেনা। কোন কোন ইবারতে কোন কোন কাজকে শিরক বলা হয়েছে শুধুমাত্র শাসানোর জন্য অথবা শিরকের সাথে বাহ্যিক সামঞ্জস্যের কারণে, অথবা তাওহীদ পরিপন্থী কাজের সাথে সম্পৃক্ততার খেয়ালে। অনুরূপ কার্যকলাপ নামে শিরক হলেও ওলামাগণের মতে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বিষয় বিধায় সেগুলো কুফর হবে না। কিন্তু ধর্মের মৌলিক বিষয়ে হলে তা অবশ্যই কুফর হবে। কোন কোন কাজে বা কথায় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ শাব্দিক কুফর সাব্যস্থ করা হলেও আকায়েদের পরিভাষায় এগুলোকে ঢালাওভাবে শিরক বা কুফর বলা যাবেনা। কেননা শিরক ও কুফর হলে মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ বলতে হবে এবং বিনা তৌবায় তা ক্ষমার অযোগ্য বল্‌তে হবে। কিন্তু আলোচ্য বিষয়গুলো (নস বা বর্ণনায় উল্লেখিত) পারিভাষিক শিরক ও কুফরের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আহ্‌লে সুন্নাতের ঐক্যমতে প্রতিষ্ঠিত আকিদারও খেলাফ। বরং ঐসব বর্ণিত বিষয় কবিরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। যদি শিরক হয়, তাহলে কুফর হবে। আর কুফর হলে ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে। আহ্‌লে সুন্নাতের ওলামাগণের ঐক্যমত হলো-কোন কবিরা গুনাহের কারণে কোন মুসলমানই ঈমান থেকে খারিজ হয়না। মুমিনদের ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে ঐসব কাজকে পারিভাষিক শিরক ও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হতভাগ্য খারিজী সম্প্রদায়েরই মতবাদ- যা পরিত্যাজ্য। ঐগুলোকে প্রথমে ছোট শিরক সাব্যস্থ করে পুনরায় প্রকৃত শিরকের মত নিশ্চিতভাবে মনে করা এবং ক্ষমার অযোগ্য বলে সাব্যস্থ করা নজ্‌দী ওহাবীদের ধোকাপূর্ণ কাজ, যা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক হঠকারিতার ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনীয়।" (ফতোয়ায়ে রেজভিয়া)।

শরহে আকায়েদ গ্রন্থে উল্লেখ আছেঃ

اَلْاِشْرَاكُ هُوَ اِثْبَاتُ الشَّرِيْكِ فِى الْاُلُوْهِيَّةِ بِمَعْنَى وُجُوْبِ الْوُجُوْدِ كَمَا لِلْمَجُوْسِ وَبِمَعْنَى اِسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ كَمَا لِعَبَدَةِ الْاَوْثَانِ *

www.sunnibarta.com

অর্থঃ শিরক বলা হয় আল্লাহর উপাসনায় অন্যকে খোদার সাথে শরিক করা। যেমন, প্রতিমা পূজারীরা এরূপ বিশ্বাস করে থাকে। অথবা খোদার ন্যায় অন্যকেও ওয়াজিবুল উজুদ বা অবিনশ্বর বলে বিশ্বাস করা। যেমন, অগ্নি উপাসকগণ দুই সমান খোদাতে বিশ্বাসী। একজন ভাল-র সৃষ্টি কর্তা এবং অন্যজন মন্দের সৃষ্টিকর্তা।

অন্যদিকে কবিরা গুনাহের সংজ্ঞা ও হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে আকায়েদ গ্রন্থের মূল এবারতে নিম্নরূপ লেখা আছেঃ

اَلْكَبِيْرَةُ لَاتُخْرِجُ الْمُؤْمِنَ مِنَ الْاِيْمَانِ وَلَاتُدْخِلُهُ فِى الْكُفْرِ *

অর্থ ঃ "কবিরা গুনাহের কারণে কোন মুমিন ঈমান থেকে খারিজ হয়ে কাফিরে পরিণত হয়না।"

(সুতরাং সমস্ত কবিরা গুনাহের কাজকে ঢালাওভাবে শিরক বা কুফর সাব্যস্থ করা মূর্খতা ও বেঈমানী ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব বেহেস্তী জেওরে উল্লেখিত (১) কারও নামে নজর নেয়াজ দেয়া। (২) কারও নিকট থেকে সাহায্য চাওয়া, মকসুদ পূর্ণ করা ও রিজিক আওলাদ ইত্যাদি চাওয়া, (৩) কারও নামে পশু ছেড়ে দেয়া বা জবেহ করা, (৪) কাউকে কল্যাণ অকল্যাণকারী, মনোবাঞ্ছা পূরণকারী মনে করা, (৫) কোন স্থানের আদব ও তাজীম করা, (৬) কারও নাম আবদুন্নবী রাখা– ইত্যাদিকে কুফর ও শিরক বলে ঢালাওভাবে ফতোয়া দেয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। (আশরাফ আলী থানবীর উক্ত বিষয়গুলোর পর্যালোচনা প্রাথমিকভাবে সংক্ষিপ্ত আকারে ভূমিকা স্বরূপ গ্রন্থকার এখানে উল্লেখ করেছেন। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধন পরবর্তীতে আস্‌ছে। – অনুবাদক)

www.sunnibarta.com